তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৯৬

**যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের ভার্চুয়াল শোকসভায় আইনমন্ত্রী**

**বঙ্গবন্ধু হত্যার নেপথ্যের আর্কিটেক্ট ছিলেন জিয়াউর রহমান**

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সাত দিন পর চিফ অভ্‌ আর্মি, তিনমাস পর ডেপুটি চিফ মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর এবং ছয়মাস পর প্রেসিডেন্ট ও চিফ মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর হন। তার এই অগ্রগতি দেখলেই বোঝা যায় তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধু হত্যার নেপথ্যের আর্কিটেক্ট।

আইনমন্ত্রী আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক ভার্চুয়াল শোকসভায় প্রধান আলোচক হিসেবে যুক্ত হয়ে এসব কথা বলেন।

আনিসুল হক বলেন, জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের চপেটাঘাত দেওয়ার জন্য শাহ আজিজুর রহমানের মতো রাজাকারকে প্রধানমন্ত্রী ও শামসুল হককে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বানিয়েছিলেন। রাজাকার আব্দুল আলিমকে মন্ত্রী করেছিলেন। এসবের উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা। তিনি বলেন, শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রী না হলে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার হতো না। যুদ্ধাপরাধী ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার হতো না। বিগত একযুগে বাংলাদেশের যে উন্নয়ন হয়েছে তা হতো না।

মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত ছয়জনকে আমরা ফাঁসি দিতে পেরেছি। বর্তমানে পাঁচজন পলাতক রয়েছেন। এদের মধ্যে দুই জনের অবস্থান জানা গেছে। বাকি তিনজনের অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা চলছে। আমরা নিশ্চয়ই তাদেরকে ফিরিয়ে আনবো। তিনি বলেন, আমরা যারা বঙ্গবন্ধুর সন্তান, যারা বঙ্গবন্ধুর কর্মী, যারা বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশের সুফল লাভ করছি তারা কেউই বঙ্গবন্ধুর পলাতক খুনিদের ফিরিয়ে এনে সর্বোচ্চ আদালতের রায় কার্যকর না করা পর্যন্ত ঘরে ফিরবো না।

যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি সুলতান মাহমুদ শরীফের সভাপতিত্বে, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুকের পরিচালনায় এই ভার্চুয়াল শোকসভায় বাংলাদেশ থেকে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক, শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল, অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম বক্তব্য রাখেন। এছাড়া যুক্তরাজ্য থেকে প্রখ্যাত সাংবাদিক ও কলামিস্ট আবদুল গাফফার চৌধুরী ও যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর জীবন আলেখ্য নিয়ে সভায় বক্তব্য রাখেন।

সভায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বেগম মুজিব, শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শিশু শেখ রাসেলসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নৃশংস হত্যাকাণ্ডে নিহত সকলের আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয়।

#

রেজাউল/রাহাত/মোশারফ/সেলিম/২০২০/২২৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৯৫

**যথাযোগ্য মর্যাদায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শোক দিবস পালন**

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে টিসিবি অডিটরিয়ামে দোয়া ও আলোচনা অনুষ্ঠানসহ আজ দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। দিনের উল্লেখযোগ্য কর্মসূচির মধ্যে ছিল জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ, জাতির পিতার জীবন ও কর্ম-ভিত্তিক চিত্রকর্ম/আলোকচিত্র প্রদর্শনী, পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ, বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য জীবনভিত্তিক প্রামাণ্য চিত্র ‘চিরঞ্জীব বঙ্গবন্ধু’ প্রদর্শন ও আলোচনা সভা। এছাড়াও জাতির পিতাকে নিবেদিত করে কবিতা আবৃতি পরিবেশন করা হয়। জাতীয় কর্মসূচির আলোকে বিদ্যমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে সকল অনুষ্ঠানের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশির একটি ভিডিও বার্তা সম্প্রচার করা হয়।

বাণিজ্যমন্ত্রী ভিডিও বক্তব্যে বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন স্বাধীনতার স্বপ্ন দ্রষ্টা এবং বাংলাদেশের স্থপতি। তিনি কেবল স্বাধীনতার স্বপ্নকে অন্তরে ধারণই করেননি, সমগ্র জাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতি বাণিজ্য সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দীন বলেন, বঙ্গবন্ধুর চিন্তা ছিল সুদূর প্রসারী। তিনি সত্তর দশকে দেশের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য যে সকল চিন্তা ও অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন তা আজ বিশ্বব্যাপী দারিদ্র ও উন্নয়নের কৌশল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

আলোচনা শেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শাহাদতবরণকারী সকল সদস্যের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান শেষে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ সংস্থার পক্ষ থেকে এক র‌্যালির মাধ্যমে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধুর বাসবভনে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

#

বকসী/রাহাত/মোশারফ/সেলিম/২০২০/২২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৯৪

**বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে দেশের মাটি ও মানুষকে ভালোবাসতে শিখিয়ে গেছেন**

 **-- প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ বলেছেন, বঙ্গবন্ধু আজীবন বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন। মাত্র সাড়ে তিন বছরেই সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের উন্নয়নে অনেক কিছু করে গেছেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে দেশের মাটি ও মানুষকে ভালোবাসতে শিখিয়ে গেছেন। আমরা যদি তার আদর্শ ও চেতনা বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করি তাহলেই তাঁর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো হবে।

মন্ত্রী আজ জাতীয় শোক দিবস এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী পালন উপলক্ষে দিনব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য জীবন ও কর্ম নিয়ে আয়োজিত অনলাইন আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। সভার শুরুতে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীনের সভাপতিত্বে ও সঞ্চালনায় সভায় আরো বক্তব্য রাখেন লে. কর্নেল সাজ্জাদ আলী জহির, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান বেগম শামছুন নাহার, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক মোঃ সামসুল আলম, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ হামিদুর রহমান, বোয়েসেলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সাইফুল হাসান বাদল, মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ শহীদুল আলম, কাতারস্থ শ্রম কল্যাণ উইং এর কাউন্সেলর ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ।

সভার অতিথি বক্তা ড. নাসরীন আহমদ বলেন, বঙ্গবন্ধুর চরিত্রে মেকি কোনো কিছু ছিল না। তিনি যা ভাবতেন তাই করতেন। বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় জেলে কাটিয়েছেন। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে আপস করেননি।

সভায় লে: কর্ণেল সাজ্জাদ আলী জহির বলেন, বঙ্গবন্ধু আমাদের একটি স্বাধীন দেশ দিয়ে গেছেন। আর দিয়ে গেছেন তাঁর কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার জন্য তথা দেশের উন্নয়নের জন্য। তিনি বক্তৃতায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর অমিত সাহসিকতার কথা উল্লেখ করেন।

#

রাশেদুজ্জামান/রাহাত/মোশারফ/সেলিম/২০২০/২১৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩০৯৩

**বঙ্গবন্ধুই বাংলাদেশে পরিবেশ রক্ষা কার্যক্রমের সূচনা করেন**

 **-- পরিবেশ উপমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

 পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপমন্ত্রী বেগম হাবিবুন নাহার বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের পরিবেশ রক্ষার জন্য সকল কর্মকাণ্ডের সূচনা করেছিলেন। তিনিই প্রথম সারা দেশে বৃক্ষরোপণ অভিযান ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে কাজ শুরু করেন।  জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলার নির্মাণে আন্তরিকভাবে কাজ করলেই তাঁর প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা হবে।

 আজ রাজধানীর আগারগাঁওস্থ পরিবেশ অধিদপ্তরের অডিটোরিয়ামে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উপলক্ষে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে "শোক হোক শক্তি " শিরোনামে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশ উপমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নির্মমভাবে নিহত জাতির পিতা ও অন্যান্য শহিদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে পরিবেশ উপমন্ত্রী বলেন, যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন বঙ্গবন্ধু থাকবেন। জাতি তাঁর ঋণ কোনো দিন শোধ করতে পারবে না। তিনি বলেন, জাতির পিতার সুযোগ্য উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও পরম দৃঢ়তায় পিতার অসমাপ্ত কাজ ও আদর্শ বাস্তবায়ন করে বিশ্বের দরবারে দেশকে একটি রোল মডেল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। কোভিড-১৯ এর সংক্রমণকালেও মানুষের জীবন ও জীবিকা রক্ষা করে তিনি বিশ্বকে অবাক করে দিয়েছেন।  শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সকলে একযোগে কাজ করলে আগামী বছরেই বাংলাদেশ আবার ঘুরে দাঁড়াবে।

 পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব জিয়াউল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের  অতিরিক্ত সচিব ড. মোঃ বিল্লাল হোসেন, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. এ কে এম রফিক আহাম্মদ এবং বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক (চলতি দায়িত্ব) মোঃ আমির হোসাইন চৌধুরী প্রমুখ।

 আলোচনা সভার পর বাদ জোহর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ১৫ আগস্ট নিহত সকল শহিদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া মাহফিলে কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন-সহ দেশের সকল করোনা আক্রান্ত মানুষের আশু রোগমুক্তির জন্য দোয়া চাওয়া হয়।

#

দীপংকর/রাহাত/মোশারফ/সেলিম/২০২০/২১১৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৯২

**জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বিজিবি’র কর্মসূচি পালন**

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

জাতীয় শোক দিবস ও স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) বিস্তারিত কর্মসূচি পালন করেছে। দিবসের কর্মসূচি অনুযায়ী বিজিবি সদর দপ্তর-সহ সকল রিজিয়ন, প্রতিষ্ঠান, সেক্টর ও ইউনিটসমূহের মসজিদে খতমে কোরআন এবং সকল সদস্যের উপস্থিতিতে আসরের নামাজের পর জাতির পিতা ও নিহত পরিবারবর্গের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বিজিবি’র সকল স্থাপনায় জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বিজিবি সদর দপ্তর পিলখানাস্থ ইউনিট-সহ সকল রিজিয়ন, প্রতিষ্ঠান, সেক্টর ও ইউনিটে স্থানীয় ডিশ চ্যানেলের মাধ্যমে ‘বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমির ১ম শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ’ এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনীর উপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র ‘অসমাপ্ত মহাকাব্য’ প্রদর্শন করা হয়।

বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধকল্পে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ পূর্বক সামাজিক দূরত্ব রক্ষা করে যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে সকল কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

#

শরিফুল/রাহাত/মোশারফ/সেলিম/২০২০/২১২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৯১

**১৫ আগস্ট কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়**

 **-- ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, ১৫ আগস্ট বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। একাত্তরের পরাজিত শক্তি তাদের দোসরদের সহায়তায় এই নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। তারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে বাংলাদেশকে হত্যা করতে চেয়েছিলো। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে জাতীয় চার নেতাকেও হত্যা করে যাতে তারা বাংলাদেশকে বাঁচিয়ে রাখতে না পারে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর খুনি মাজেদের প্রকাশিত ভিডিও সাক্ষাৎকারের বক্তব্য থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়েছে। কারা ১৫ আগস্ট হত্যার নেপথ্য নায়ক ছিলো তাও পরিষ্কার হয়েছে।

মন্ত্রী আজ বঙ্গবন্ধুর শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকায় ডাক ভবনে ডিজিটাল প্লাটফর্মে ডাক অধিদপ্তর আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বিশ্বে স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী অনেক নেতা আছেন কিন্তু বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব, আত্মত্যাগ, জাতিসত্তা গঠন ও একটি সশস্ত্র যুদ্ধে সমগ্র জাতিকে পরিপূর্ণভাবে ঐক্যবদ্ধ করার সবগুলো গুণ আর কোনো স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী নেতার নেই। এজন্য তিনি অনন্য ও অসাধারণ।

মন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলেন, বঙ্গবন্ধু মানুষের ভাষা বুঝতেন। ১৯৪৭ সালের পর থেকে বঙ্গবন্ধু এ দেশের মানুষকে এমনভাবে সংগঠিত করেছেন যা ইতিহাসে বিরল। এরই ধারাবাহিকতায় মাত্র নয় মাসে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈনিককে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছিল বাঙালি। এটা জাতিকে বঙ্গবন্ধুর সুসংগঠিত করার ফসল। বঙ্গবন্ধু সমস্ত জনগোষ্ঠীকে নিয়ে লড়াই করেছেন উল্লেখ করে একাত্তরের রণাঙ্গনের সম্মুখযোদ্ধা মোস্তাফা জব্বার বলেন, বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা পৃথিবীতে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব মোঃ নূর-উর-রহমান বলেন, বঙ্গবন্ধু সব সময় বলতেন আমার মানুষ। তিনি সবাইকে নিজের মানুষ মনে করতেন। এত বড় হৃদয়ের মানুষ পৃথিবীতে বিরল। টেলিযোগাযোগ সচিব শোককে শক্তিতে পরিণত করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সবাইকে কাজ করার আহ্বান জানান।

#

শেফায়েত/রাহাত/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/২১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                      নম্বর : ৩০৯০

**ভিয়েনায় জাতীয় শোক দিবস এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদতবার্ষিকী পালিত**

ভিয়েনা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

ভিয়েনাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস এবং স্থায়ী মিশনের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়। এ উপলক্ষে দূতাবাস প্রাঙ্গণে এক বিশেষ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

প্রত্যূষে দূতালয় এবং বাংলাদেশ ভবনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণের মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রম শুরু হয় এবং সকাল সাড়ে দশটায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে দূতাবাসের প্রথম সচিব ও দূতালয় প্রধান মোঃ তারাজুল ইসলামের সঞ্চালনায় আলোচনা অনুষ্ঠানের শুরুতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় ও তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানের পূর্বে বঙ্গবন্ধুর কর্মময় ও সংগ্রামী জীবনের ওপর প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। সবশেষে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শাহাদতবরণকারী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সকল শহিদ, মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং দেশ ও জাতির শান্তি, অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক প্রেরিত বাণীসমূহ পাঠ করা হয়।

আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তারা পরম শ্রদ্ধায় বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শহিদদের স্মরণ করেন। তাঁদের বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক ও কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। বক্তরা পঁচাত্তরের বর্ররোচিত ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানান এবং বিদেশে পলাতক অপর খুনিদের দেশে ফেরত এনে তাদের শাস্তি কার্যকর করার জোর দাবি জানান।

জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে সভাপতির বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন বিশ্ব নেতা। বিশ্ব অর্থনীতির দুঃসময়েও আমাদের ঊর্ধ্বমুখী প্রবৃদ্ধির সূচক উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যার সুযোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমেই তা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

#

তারাজুল/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/২১১৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৮৯

**১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ উন্মোচন করতে হবে**

 **-- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সপরিবারে হত্যাকাণ্ডে সরাসরি অংশগ্রহণকারীদের বিচার হলেও মূল পরিকল্পনাকারীরা ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে , তাদেরও মুখোশ উন্মোচন করতে হবে। এজন্য কমিশন গঠনের কথা তিনি বলেন।

আজ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে হত্যা করার জন্য ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। এর সাথে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র জড়িত ছিল। এজন্য শুধু বঙ্গবন্ধুই নয়, বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্য এবং পরবর্তীতে জাতীয় চার নেতাকেও হত্যা করা হয়। শিশু রাসেলকেও তারা ছাড়েনি। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে পরবর্তীতে পাকিস্তানি ভাবধারায় রাষ্ট্র পরিচালনা সেটাই প্রমাণ করে।

মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু কেবল ক্যারিশম্যাটিক নেতাই ছিলেন না, তিনি প্রশাসক এবং কূটনীতিক হিসেবেও অনন্য ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের মিত্রবাহিনীর সদস্যরা এখনও বিভিন্ন দেশে অবস্থান করছে, কিন্তু বঙ্গবন্ধু মাত্র ৩ মাসের মধ্যে ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সদস্যদের নিজ দেশে ফেরত পাঠান। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ তিনি স্বল্প সময়ের মধ্যে পুনর্গঠন করেন। পৃথিবীর অন্যতম সেরা সংবিধান প্রণয়ন করেন, এমনকি একটি সাধারণ নির্বাচনও অনুষ্ঠিত করেন। বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকলে বাংলাদেশ অনেক আগেই উন্নত হতো।

আলোচনা শেষে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে মন্ত্রী সরকারি পরিবহন পুল ভবনের সামনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব তপন কান্তি ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনাসভায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সর্বস্তরের কর্মকর্তা- কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

মারুফ/নাইচ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/২০৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                নম্বর : ৩০৮৮

**জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষে বিজ্ঞান ও প্রযু্ক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ভার্চুয়াল ডাকটিকিট প্রদর্শনীর উদ্বোধন**

ঢাকা**, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :**

 বিজ্ঞান ও প্রযু্ক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং ফিলাটেলিক সোসাইটি অভ্ বাংলাদেশের সহযোগিতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার মিলনায়তনে “বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ” শীর্ষক একটি ভার্চুয়াল ডাকটিকিট প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান ।

 অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ আনোয়ার হোসেন ।

 অনুষ্ঠানে ফিলাটেলিক সোসাইটি অভ্ বাংলাদেশের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রনালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

বিবেকানন্দ/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/২০৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৮৭

**সরকারের সময়োচিত সিদ্ধান্তেই দেশের অর্থনীতির চাকা আবার সচল হয়েছে**

 **-- স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, কোভিড-১৯ এর মহামারিতে গোটা বিশ্ব যেখানে হিমশিম খেয়েছে, সে সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে স্বাস্থ্যখাতের একেকটি সিদ্ধান্ত আমাদেরকে দিয়েছেন। আমরা প্রধানমন্ত্রীর প্রতিটি কথা মেনে কাজ করেছি। দেশের চিকিৎসক, নার্স, টেকনোলজিস্টরা নিরলস কাজ করে গেছেন। এর ফলে, করোনা আজ আমাদের দেশ থেকে বিদায় নেওয়ার পথে। বলা চলে,ভ্যাকসিন ছাড়াই দেশ এখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরার পথে। এই স্বাভাবিক অবস্থার কারণেই দেশের অর্থনীতির চাকা আবার সচল হয়েছে। সবকিছুই সম্ভব হয়েছে সরকারের সময়োপযোগী ও সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলেই।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী আজ রাজধানীর বিসিপিএস অডিটোরিয়ামে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০২০ পালন উপলক্ষে আয়োজিত দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

এ সময় দুর্নীতি প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ কেউ ধারণ করে কাজ করলে তার পক্ষে দুর্নীতি করা সম্ভব নয়। আর বঙ্গবন্ধুর আদর্শ পেতে চাইলে বঙ্গবন্ধুর লেখা বইগুলো পড়তে হবে। মন্ত্রী দেশের স্বাস্থ্যখাতের সাথে যুক্ত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ও 'কারাগারের রোজনামচা' সময় নিয়ে পড়ার আহ্বান জানান।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ডা. আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলমের সভাপতিত্বে সভায় আরো বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব আব্দুল মান্নান, স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের সচিব আলী নূর, বিএমআরসি'র সভাপতি ও কমিউনিটি ক্লিনিক ট্রাস্টের চেয়ারম্যান সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী, বিএমএ সভাপতি মোস্তফা জালাল মহীউদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক এহতেশামুল হক চৌধুরী, স্বাচিপ এর সভাপতি ইকবাল আর্সেলান ও সাধারণ সম্পাদক এম এ আজিজ এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক রোকেয়া সুলতানাসহ অন্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

এর আগে স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাঁর নির্বাচনী এলাকা মানিকগঞ্জের গড়পাড়াস্থ শুভ্র কমিউনিটি সেন্টারে উপস্থিত থেকে জাতীয় শোক দিবস ২০২০ পালন করেন ও দোয়া মাহফিলে অংশ নেন।

#

মাইদুল/রাহাত/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩০৮৬

**সঠিকভাবে কাজ করে সোনার বাংলা গড়তে হবে**

 **--পরিকল্পনা মন্ত্রী**

ঢাকা**, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :**

 পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বলেছেন, সঠিকভাবে কাজ করে সোনার বাংলা গড়তে হবে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণ করতে হবে।

 মন্ত্রী আজ ঢাকার বিবিএস মিলনায়তনে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন ।

 মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু এদেশকে একটি সুসংগঠিত, পরিকল্পিত ও ন্যায়ানুগ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন এদেশের দুর্দশার প্রধান কারণ ঔপনিবেশিক শাসনের লুণ্ঠন। সেটি রুখতে হবে এবং অর্থনৈতিক মুক্তি আনতে হবে। এজন্য স্বাধীনতার পরপরই বঙ্গবন্ধু ব্যাপক অর্থনৈতিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নেন।

 মন্ত্রী আরো বলেন আমাদের মনে-প্রাণে,চিন্তা-চেতনায় ও ধ্যান-ধারণায় বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করবো এবং তাঁর আদর্শকে লালন ও অনুসরণ করে সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে একযোগে কাজ করবো।

 পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) মহাপরিচালক মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মাহমুদা আকতার এবং বিবিএস-এর উপ-মহাপরিচালক ঘোষ সুব্রত প্রমুখ ।

 এরপর মন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) আয়োজিত দোয়া মাহফিলে যোগদান করেন। এ সময় আইএমইডির সচিব আবুল মনসুর মোঃ ফয়েজউল্লাহসহ বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন ।

#

শাহেদ/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৯২১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                         নম্বর : ৩০৮৫

**বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে  জাতীয় শোক দিবস পালিত**

ঢাকা**, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :**

 স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের প্রধান কার্যালয়ের ড. আনোয়ার হোসেন মিলনায়তনে আজ দোয়া মাহফিল এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ এ বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবারের সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা পাঠ, গান পরিবেশন এবং বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনা হয়।

 অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ আনোয়ার হোসেন। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ সানোয়ার হোসেন।

 মন্ত্রী জাতির পিতার স্মৃতিচারণ করে বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সব সময়ই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের কথা চিন্তা করতেন। এর ফলেই আজ এ মন্ত্রণালয়ের  প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের  দ্বারপ্রান্তে। বর্তমান সরকার আজ জাতির পিতার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে।

 অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার প্রধানগণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য রাখেন।  এ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, কমিশনের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, কমিশনের সচিব ও বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানীগণ, চিকিৎসক, প্রকৌশলী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

বিবেকানন্দ/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৮৪

**জনগণের সেবা করতে পারলে গণকর্মচারী হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে**

 **-- ভূমি সচিব**

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

ভূমি সচিব মোঃ মাক্‌ছুদুর রহমান পাটওয়ারী বলেছেন, সরকারি কর্মচারী হিসেবে সততার সাথে জনগণের সেবা করতে পারলে আমাদের তরফ থেকে বঙ্গবন্ধুকে যথার্থ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে । এর মাধ্যমেই আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলার বাস্তবায়ন করতে পারব। এ জন্য জনসেবাকে ইবাদত মনে করে সকলকে কাজ করে যেতে হবে।

ভূমি সচিব আজ অনলাইন প্ল্যাটফর্মে জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত শোক সভা ও দোয়া মাহফিলে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এসব কথা বলেন।

ভূমি সচিব বলেন, বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশ্য ছিল এ দেশের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করা, সর্বোপরি বাংলাদেশ পুনর্গঠনের মাধ্যমে সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করা। তিনি দেশের মানুষের কল্যাণে তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

মাক্‌ছুদুর রহমান পাটওয়ারী বলেন, স্বাধীনতার অব্যবহিত পর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনের অংশ হিসেবে বঙ্গবন্ধু জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করে ভূমি ব্যবস্থাপনায় অনেকগুলো যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে ভূমি মন্ত্রণালয় অধিকাংশ ভূমিসেবা ডিজিটাল সেবায় রূপান্তরের কাজ করে যাচ্ছে। এ সকল সেবা ডিজিটাল হলে প্রত্যাশিত সেবাগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসে না গিয়ে ঘরে বসে মোবাইল ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে সেবা পাবেন এবং ভূমি সেক্টরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে।

এ সময় আরো বক্তব্য রাখেন ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ তসলীমুল ইসলাম, ভূমি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ মাসুদ করিম, প্রদীপ কুমার দাস প্রমুখ। ভার্চুয়াল শোক সভায় অন্যদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর-সংস্থার সদর দপ্তর এবং মাঠ পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

#

নাহিয়ান/রাহাত/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                      নম্বর : ৩০৮৩

জাতীয় শোক দিবসে ১০০ কোরআন খতম ও আলোচনা সভা এবং বিশেষ দোয়া

**বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীরা কোরআন-সুন্নাহবিরোধী আইন করেছিল**

 **---ধর্ম সচিব**

ঢাকা**, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :**

 ধর্ম সচিব মোঃ নূরুল ইসলাম বলেছেন, ‘মানুষকে হত্যা করা যাবে কিন্তু হত্যাকারীর বিচার করা যাবে না’- বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীরা ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে কোরআন-সুন্নাহবিরোধী এমন আইন করতে পিছপা হয়নি। কিন্তু আল্লাহ্ পাকের হুকুমে ২১ বছর পর বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের বিচার বাংলার মাটিতে হয়েছে।

 ধর্ম সচিব আজ জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের পূর্ব সাহানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২০ পালন উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যবৃন্দসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে আলোচনা, মিলাদ ও বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 এ সময় ধর্ম সচিব বলেন, বঙ্গবন্ধুর কোনো কর্মকাণ্ডে ঈমানের ঘাটতি ছিল না । আল্লাহর ওপর ভরসা করেই তিনি সকল কাজ করতেন। বঙ্গবন্ধুই সর্বপ্রথম আইন করে মদ-জুয়া নিষিদ্ধ করেন । তিনিই সর্বপ্রথম তাবলীগ জামাতের জন্য বিশ্ব ইজতেমার জায়গা দান করেন এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। ওআইসি সম্মেলনে যোগদানের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনিই প্রথম রেডিও-টেলিভিশনে কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করার ব্যবস্থা করেন যা আজও চালু রয়েছে।

 ধর্ম সচিব আরো বলেন, ১৪ আগস্ট ১৯৭৫ শেষ রাতে মুয়াজ্জিনের আজানের ধ্বনি শুনে যখন মুসল্লিগণ মসজিদমুখী হচ্ছিল সে সময়ে ঘাতকের দল জাতির পিতা এবং তাঁর পরিবারের সদস্যসহ অন্যদের নির্মমভাবে হত্যা করে। এমনকি শেখ রাসেলের মতো শিশুকে হত্যা করতেও তারা দ্বিধা করেনি। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে তারা বাংলাদেশের গতিপথকে পরিবর্তন করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ পাকের মেহেরবাণীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২১ বছর পর বাংলাদেশ আবার সঠিক পথে অগ্রসর হয়।

 এর আগে সকাল ৮ থেকে ১১টা পর্যন্ত বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে ১০০ জন কোরআনে হাফেজের মাধ্যমে ১০০ বার পবিত্র কোরআন খতম করা হয়। এরপর বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

#

আনোয়ার/রাহাত/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৯৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                   নম্বর : ৩০৮২

**RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi 45Zg**

**kvnv`Zevwl©Kx I RvZxq †kvK w`em Dcj‡ÿ**

**Av‡jvPbv mfv I †`vqv AbywôZ**

ঢাকা**, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :**

RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi 45Zg kvnv`Zevwl©Kx I RvZxq †kvK w`em Dcj‡ÿ AvR RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi Rb¥kZevwl©Kx D`hvcb RvZxq ev¯Íevqb KwgwUi Kvh©vj‡q GK AbjvBb Av‡jvPbvmfv I †`vqv gvnwdj AbywôZ n‡q‡Q| KwgwUi mfvcwZ Aa¨vcK iwdKzj Bmjv‡gi mfvcwZ‡Z¡ AbywôZ mfvq KwgwUi cÖavb mgš^qK W. Kvgvj Ave`yj bv‡mi †PŠayix Ges KwgwUi Kvh©vj‡qi Kg©KZ©vMY Av‡jvPbvq AskMÖnY K‡ib| AbyôvbwU mÂvjbv K‡ib KwgwUi Kvh©vj‡qi AwZwi³ mwPe †gvnv¤§` Gg`v` Djøvn wgqvb|

mfvcwZ Aa¨vcK iwdKzj Bmjvg Ges cÖavb mgš^qK W. Kvgvj Ave`yj bv‡mi †PŠayix e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi msMÖvgx ivR‰bwZK Rxe‡bi Ici Av‡jvPbv K‡ib Ges e½eÜz‡K wb‡q Zvu‡`i e¨w³MZ ¯§„wZPviY K‡ib|

Av‡jvPbv mfvq KwgwUi Kvh©vj‡qi Kg©KZ©vMY Zvu‡`i e³‡e¨ 1975 Gi 15B AvM‡÷ RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb, e½gvZv †kL dwRjvZzb †bQv gywRe Ges Zvui cwiev‡ii m`m¨MY-mn kvnv`ZeiYKvix mK‡ji cÖwZ Mfxi kÖ×v Ávcb K‡ib Ges †`k I RbM‡Yi Rb¨ Zvu‡`i Ae`vb I AvZ¥Z¨vM Mfxi kÖ×vi mv‡\_ ¯§iY K‡ib|

Av‡jvPbv †k‡l RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb Ges Zvui cwiev‡ii kvnv`ZeiYKvix m`m¨MY-mn Ab¨vb¨ knx‡`i AvZ¥vi gvM‡divZ Kvgbv K‡i we‡kl †`vqv Kiv nq| GQvov RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi Rb¥kZevwl©Kx D`hvcb RvZxq ev¯Íevqb KwgwUi cÿ n‡Z AvR avbgwÛ 32 b¤^‡i e½eÜz ¯§„wZ Rv`yN‡ii mvg‡b Zvui cÖwZK…wZ‡Z cy®ú¯ÍeK Ac©‡Yi gva¨‡g kÖ×v wb‡e`b K‡ib cÖavb mgš^qK|

 #

bvmixb/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/2000 ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩০৮১

**বঙ্গভবনে জাতীয় শোক দিবসে মিলাদ ও দোয়া অনুষ্ঠিত**

ঢাকা**, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :**

 আজ বাদ আছর বঙ্গভবনে দরবার হলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বিশেষ দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন।

 মাহফিলে রাষ্ট্রপতির পরিবারের সদস্য, রাষ্ট্রপতির সচিবগণ, ধর্ম সচিব, বঙ্গভবনের সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ-সহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীরা অংশ নেন।

 মিলাদের পর বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্য-সহ '৭৫-এর ১৫ আগস্ট শহীদদের রুহের মাগফিরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়। মোনাজাতে দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি কামনা করা হয়।

 মিলাদ মাহফিল ও মোনাজাত পরিচালনা করেন বঙ্গভবন মসজিদের পেশ ইমাম সাইফুল কাবির।

#

ইমরানুল/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৯২১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৮০

**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ৪৫ তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে**

**ইউনেস্কোর ডাইরেক্টর জেনারেলের মেসেজ প্রদান**

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বাণী প্রেরণ করেছেন ইউনেস্কোর ডাইরেক্টর জেনারেল মিস আন্দ্রে আজলি (Ms. Aundrey Azoulay)। তিনি আজ বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কোর মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনির কাছে এই বাণী প্রেরণ করেন। পদাধিকার অনুযায়ী শিক্ষামন্ত্রী বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কোর চেয়ারপার্সন এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন ওই কমিশনের সেক্রেটারি জেনারেল।

বাণীতে আজলি বলেন, শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দেশের জনগণের স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন এর ফলে আজ ৪৫ বছর পরও সারাবিশ্ব তাঁকে স্মরণ করছে। পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে ন্যায়ভিত্তিক ও গণতান্ত্রিক সমাজের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা ইউনেস্কো শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে এবং ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণকে ইউনেস্কো মেমোরি অভ্‌ দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

আজলি তাঁর বাণীতে বলেন, এই বছর ইউনেস্কো বাংলাদেশের সাথে যৌথভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করছে। এর মাধ্যমে ইউনেস্কো, শেখ মুজিবুর রহমান সকল জাতি, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষের মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ন্যায়সঙ্গত পৃথিবীর যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা বিশ্ববাসীকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার একটি সুযোগ পেল। তিনি বাণীতে আরো বলেন, শেখ মুজিবুর রহমান একটি উন্নত বিশ্ব গঠন করতে সকল জাতির মধ্যে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্কে বিশ্বাস করতেন। তিনি বলেন ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘে অসম্ভব ও অনতিক্রম্য বাধা অতিক্রম করার মানুষের যে অদম্য স্পৃহা তার উপর বিশ্বাসের কথা পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন। আমাদের সকলের উচিত সে অনুযায়ী কাজ করা।

#

খায়ের/নাইচ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৭৯

**১৫ আগস্টের পুনরাবৃত্তি প্রতিরোধ করতে হলে আওয়ামী লীগকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে**

 **-- পূর্ত প্রতিমন্ত্রী**

ময়মনসিংহ, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ বলেছেন, শোকাবহ ১৫ আগস্টের পুনরাবৃত্তি প্রতিহত করতে হলে আওয়ামী লীগ ও এর সকল অঙ্গ সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।

আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলা আওয়ামী লীগ কর্তৃক আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রতিমন্ত্রী একথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি, মীরজাফরের উত্তরসূরী, রাজাকার -আলবদরসহ স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধী চক্র এখনো সক্রিয়। তারা সুযোগ পেলেই যে কোনো সময় ১৫ আগস্টের ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞের পুনরাবৃত্তি ঘটাবে। তাদের চক্রান্ত প্রতিহত করতে হলে আওয়ামী লীগ ও এর সকল অঙ্গ সংগঠনকে জনগণকে সাথে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের মোকাবিলা করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে জাতির পিতাকে হত্যার মাধ্যমে স্বাধীনতাবিরোধী চক্র চেয়েছিল দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে অর্থহীন প্রমাণ করতে। কিন্তু তাদের সকল চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিয়ে জাতির পিতার কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে। আগস্টের আজকের এই দিনে শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে দেশের উন্নয়ন অগ্রগতিতে সর্বস্তরের সবাইকে অংশগ্রহণের উদাত্ত আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় সংসদ সদস্য, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

সিদ্দিকী/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৩০৭৮

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা**, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :**

          ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (এনডিআরসিসি) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৬৪ জেলায় ইতোমধ্যে ২ লাখ ১১ হাজার ১৭ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া শিশুখাদ্য-সহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ১২২ কোটি ৯৭ লাখ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা নগদ বিতরণ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত এ সাহায্য দেশের সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে।

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী আজ দেশে নতুন করে আরো ২ হাজার ৬৪৪ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২ লাখ ৭৪ হাজার ৫২৫ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৪ জন-সহ এ পর্যন্ত ৩ হাজার ৬২৫ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় ১২ হাজার ৮৯১ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১ লাখ ৫৭ হাজার ৬৩৫ জন।

          সারা দেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে ৬২৯টি প্রতিষ্ঠান এবং এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের সেবা প্রদান করা যাবে ৩১ হাজার ৯৯১ জনকে।

#

তাসমীন/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৯০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৭৭

**পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর**

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বঙ্গবন্ধু কর্ণারে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এর আগে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

এছাড়া পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মসজিদে দোয়া মাহফিলে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের মৃত্যুবরণকারী সকল সদস্যের আত্মার মাগফিরাত কামনা ও দেশবাসীর মঙ্গল কামনা করা হয়।

এ সময় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহ্‌রিয়ার আলম ও পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেন উপস্থিত ছিলেন।

#

তৌহিদুল/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৭৬

**বঙ্গবন্ধু ছিলেন লাঞ্ছিত - বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষের নেতা, বাঙালি জাতির চিরন্তন প্রেরণার উৎস**

 **-- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৫৫ বছর জীবনের প্রায় ১৪ বছর কারাগারে কাটিয়েছেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন লাঞ্ছিত- বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের নেতা, বাঙালি জাতির প্রেরণার চিরন্তন উৎস। শৈশব, কৈশোর থেকেই বঙ্গবন্ধু অন্যায়ের সাথে কখনো আপোস করেননি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে ছাত্রত্ব বিসর্জন দিয়েছিলেন।

প্রতিমন্ত্রী আজ ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে সন্ধানী কেন্দ্রীয় পরিষদের সহযোগিতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) এর ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগে "স্বেচ্ছায় কনভালেসেন্ট প্লাজমা ডোনেশন" অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু নির্লোভ ও ত্যাগী নেতা ছিলেন। তিনি মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হয়ে সারা বাংলাদেশকে সুসংগঠিত করার জন্য নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। তিনি জীবনের ঝুঁকি উপেক্ষা করে বাঙালি জাতির ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করে গেছেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শের একজন সৈনিক ও সুনাগরিক হিসাবে যার যতটুকু কর্তব্য- দায়িত্ব রয়েছে সেটি সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও মানসিকতার সাথে বাস্তবায়ন করলে সেটি বঙ্গবন্ধুর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো হবে।

সন্ধানী বাংলাদেশ এর সেবাধর্মী কার্যক্রমের প্রশংসা করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, রক্তের প্রয়োজনে একজন মানুষও যেন মৃত্যুবরণ না করে সে লক্ষ্যে ৪০ বছরের বেশি সময় ধরে আর্তমানবতার সেবায় কাজ করেছে প্রতিষ্ঠানটি। রক্তদান, চক্ষুদান এবং আজকে প্লাজমাদান কর্মসূচি শুরুর মধ্য দিয়ে আরেকটি সেবাধর্মী কার্যক্রম চালু করলো।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ৭১ এর পরাজিত ঘাতকেরা ১৫ ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। বঙ্গবন্ধু অসমাপ্ত অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামকে জননেত্রী শেখ হাসিনা সফল করে চলেছেন। বঙ্গবন্ধু নীতি ও জীবনাদর্শকে অনুসরণ করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশের আধুনিক রূপ প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রযুক্তিনির্ভর ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করতে চিকিৎসকসহ সকলকে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

 অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কনক কান্তি বড়ুয়ার সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রো-ভিসি অধ্যাপক ডাক্তার রফিকুল আলম, সন্ধানী বাংলাদেশের সভাপতি তানভির হাসান ইকবাল ও অধ্যাপক ডাক্তার শাহানারা বেগম।

এ সময় করোনাকে জয় করে আবার মানুষের জীবন বাঁচাতে প্লাজমা দান করতে এগিয়ে আসা শামীম গাজী ও অর্ণব সাহা উপস্থিত ছিলেন।

পরে প্রতিমন্ত্রী বিএসএমএমইউতে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

#

শহিদুল/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                       নম্বর : ৩০৭৫

**বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, দেশপ্রেম হৃদয়ে ধারণ করে কাজ করার আহ্বান খাদ্যমন্ত্রীর**

ঢাকা**, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :**

 খাদ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত জাতীয় শোক দিবস ২০২০ ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে আজ অনলাইন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ‘জাতির পিতার বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবন নিয়ে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল’ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম।

 খাদ্যমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক। মন্ত্রী দেশকে এগিয়ে নিতে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, চেতনা এবং দেশপ্রেম হৃদয়ে ধারণ করে ঐক্যবদ্ধভাবে, মিলেমিশে কাজ করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

 খাদ্যমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু হত্যায় মূল পরিকল্পনাকারীদের বিচার দাবি করে বলেন, বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনিদের বিচার হয়েছে, বাকি খুনিদেরও দ্রুততম সময়ে দেশে ফিরিয়ে এনে দণ্ড কার্যকর করতে হবে। এছাড়াও বঙ্গবন্ধু হত্যার মূল পরিকল্পনাকারী ও ষড়যন্ত্রকারীরা ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে। তাদের মুখোশও জনগণের মাঝে উন্মোচন করতে হবে।

 আলোচনা শেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ১৫ আগস্ট শাহাদতবরণকারী তার পরিবারের সদস্যদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

 এর আগে নওগাঁ জেলা প্রশাসন কর্তৃক অনলাইন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর ৪৫ তম শাহাদত বার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে অনলাইন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হোন খাদ্যমন্ত্রী।

 আলোচনা শেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ১৫ আগস্ট শাহাদতবরণকারী তার পরিবারের সদস্যদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

#

সুমন/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৮৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                               নম্বর : ৩০৭৪

**ছাত্রছাত্রীদের জাতির পিতার আদর্শ অন্তরে ধারণ করতে হবে**

 **---শিল্প প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা**, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :**

 দুর্নীতির বিরুদ্ধে নতুন প্রজন্মকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার। তিনি বলেন, দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য ছাত্রছাত্রীদের জাতির পিতার আদর্শকে অন্তরে ধারণ করতে হবে।

 আজ জাতীয় শোক দিবস ২০২০ পালন উপলক্ষে রাজধানীর মিরপুরের রূপনগরে অবস্থিত মনিপুর স্কুল এন্ড কলেজ আয়োজিত 'মৃত্যুঞ্জয়ী বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠান ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শিল্প প্রতিমন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, ছাত্রজীবন থেকেই তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের সকল অনিয়ম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত সক্রিয় ও সোচ্চার ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিমন্ত্রী এ সময় ছাত্রছাত্রীদের বঙ্গবন্ধুর কর্ম ও আদর্শ সম্পর্কে জানতে 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ও 'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থ দুটি পাঠের পরামর্শ দেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে সামনের দিকে নিয়ে যাবার জন্য সকলকে একত্রিত করা ছিল বঙ্গবন্ধুর বাকশাল গঠনের উদ্দেশ্য। অথচ, দেশে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করে বাংলাদেশকে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করতে চক্রান্তকারীরা নানা ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ ফরহাদ হোসেন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

#

মাসুম/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৭৩

**জিয়া ১৫ আগস্ট ও ৩রা নভেম্বরের খুনি এবং মদতদাতা**

 **-- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, জিয়া ১৫ আগস্ট ও ৩রা নভেম্বরের খুনি এবং খুনিদের মদতদাতা। জিয়া ইনডেমনিটি অধ্যাদেশকে আইনে পরিণত করেন, তখনই প্রমাণিত হয় জিয়া ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের সাথে সরাসরি জড়িত। তিনি বলেন, একটি হত্যাকাণ্ড একটি দেশ ও জাতিকে পিছিয়ে দিতে পারে, যেমনটি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে হয়েছে। হত্যাকারীরা বাংলাদেশকে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিল। ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডকে ধামাচাপা দিতে দেশে লুটেরা দুর্নীতির ধারা সৃষ্টি করেছিল, সেখান থেকে এখনো বেরিয়ে আসা যায়নি।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় মতিঝিলস্থ বিআইডব্লিউটিএ ভবনের মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি অডিটোরিয়ামে জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

'স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের ৪৫ তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উপলক্ষে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় আলোচনা সভার আয়োজন করে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিশ্বে অনেক দেশের জাতির পিতাকে হত্যা করা হয়েছে; কিন্তু বাংলাদেশের মতো জাতির পিতাসহ তাঁর পরিবারকে হত্যার মতো পৈশাচিক ঘটনা ঘটেনি। এর ফলে সামাজিক অবক্ষয় ঘটেছে। মেধা মননের বিকাশ ঘটেনি, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

অনুষ্ঠানে লেখক, গবেষক ও রিভারাইন পিপল এর মহাসচিব শেখ রোকন "বঙ্গবন্ধুর নদী-দর্শন ও এশীয় শতাব্দীর বাংলাদেশ" শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

আলোচনা সভার শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিআইডব্লিউটিসি'র চেয়ারম্যান খাজা মিয়া, বিআইডব্লিউটিএ'র চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক। জুম অ্যাপ ভিডিওতে আলোচনায় অংশ নেন চট্টগ্রাম বন্দরের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এস এম আবুল কালাম আজাদ এবং মোংলা বন্দরের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এম শাহাজাহান।

বক্তারা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন-কর্ম ও আত্মত্যাগের ওপর আলোকপাত করেন।

অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী 'বঙ্গবন্ধুর স্টিমার যাত্রা' শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় বিআইডব্লিউটিসি গ্রন্থটির প্রকাশনা করে।

পরে প্রতিমন্ত্রী জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ঢাকা সদরঘাটে নৌ শ্রমিকদের মাঝে বিশেষ খাবার বিতরণ করেন।

#

জাহাঙ্গীর/নাইচ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৭৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৭২

**বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর**

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ ও অন্য কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০২০ উপলক্ষে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

এ সময় ১৫ আগস্টে শহীদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর পরিবার পরিজন ও অন্যান্যদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

পরে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী গণমাধ্যমকে বলেন, দেশের ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পুরণের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করে মানুষের কল্যাণে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, দেশের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা ও বাঙালি জাতির অস্তিত্ব ধুলিসাৎ করে দিতেই ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করেছে স্বাধীনতা বিরোধী কুচক্রীমহল।

বঙ্গবন্ধুর হত্যার সাথে জড়িত ষড়যন্ত্রকারীরা এখনও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, বাংলার মানুষ তাদের সকল অপকর্ম ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। তাই দেশের মাটিতে ষড়যন্ত্রকারীদের কোন ঠাঁই হবে না। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তাদের অস্তিত্ব বিলীন করে দেয়া হবে বলেও জানান তিনি।

মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, বঙ্গবন্ধু, বাঙালি ও বাংলা অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলার শোষিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ের জন্য তিনি সীমাহীন ত্যাগ-তিতীক্ষা, জেল-জুলুম ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তবুও দেশের মানুষকে মুক্ত করে দেশকে স্বাধীন করেছেন।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতার দেখানো পথ ধরেই তাঁর সুযোগ্য কন্যা, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নত সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত হবে।

#

হায়দার/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৭৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                               নম্বর : ৩০৭১

**বঙ্গবন্ধু ছিলেন শোষিত মানুষের কণ্ঠস্বর**

 **---তথ্য প্রতিমন্ত্রী**

সরিষাবাড়ি (জামালপুর), ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

 তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা.মোঃ মুরাদ হাসান বলেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন শোষিত মানুষের কণ্ঠস্বর। তিনি মানুষের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনার সু-বাতাস ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি মানুষের ন্যায্য অধিকার, সাম্যের, গণতন্ত্রের কথা বলতেন।

 আজ জামালপুরের সরিষাবাড়ী উপজেলা চত্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকীর আলোচনা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে এসব কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী।

 জাতির পিতার সেই স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে নিরলসভাবে কাজ করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং অসাম্প্রদায়িক ধর্ম নিরপেক্ষ বাংলাদেশ নিরন্তর এগিয়ে যাবে এটিই হোক শোক দিবসের শপথ।

#

তুহিন/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৮২২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                               নম্বর : ৩০৭০

**শিল্পকলায় মুর্তজা বশীর ছিলেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র**

 **--- টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

 বরেণ্য চিত্রশিল্পী মুর্তজা বশীরের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার।

 মন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় বলেন, বাংলাদেশের শিল্পকলায় মুর্তজা বশীর ছিলেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি চিত্রশিল্পের পাশাপাশি সৃজনকলার অন্য দুটি মাধ্যম সাহিত্য ও চলচ্চিত্রেও সৃজনশীল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। মুর্তজা বশীর ছিলেন একদিকে চিত্রশিল্পী, ভাষাসংগ্রামী, গবেষক ও ঔপন্যাসিক। মহান ভাষা আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। তার মৃত্যুতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা পূরণ হবার নয়।

 মোস্তাফা জব্বার বলেন, বাংলাদেশে বিমূর্ত ধারার চিত্রকলার অন্যতম পথিকৃৎ মুর্তজা বশীরের ‘দেয়াল’, ‘শহীদ শিরোনাম’, ‘পাখা’, ‘রক্তাক্ত ২১ শে’ শিরোনামের চিত্রকর্মসহ তার অমর সৃষ্টির মধ্যে তিনি বেঁচে থাকবেন যুগ-যুগ মহাকাল।

 মন্ত্রী মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

শেফায়েত/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৮১১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৬৯

**জাতীয় শোক দিবসে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রম প্রতিমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদন**

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবসে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

প্রতিমন্ত্রী আজ সকালে মন্ত্রণালয়ের সচিব কে এম আব্দুস সালামসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং মন্ত্রণালয়ের অধীন অধিদপ্তর, দপ্তর এবং সংস্থা প্রধানগণকে সাথে নিয়ে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

পরে শ্রম প্রতিমন্ত্রী রাজধানীর বিজয় নগরে শ্রম ভবন সম্মেলনকক্ষে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আয়োজিত স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

আলোচনা সভায় শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, গোটা জাতি আজ শোকাহত। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। জাতির পিতার জনগণের প্রতি যে অগাধ মমত্ববোধ এবং ভালোবাসা তা আমাদের জন্য অনুকরণীয়। সপরিবারে এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। মানুষের প্রতি সম্মান এবং ব্ঙ্গবন্ধুর চেতনা, আদর্শ, দেশপ্রেম হৃদয়ে ধারণ করে দেশকে এগিয়ে নিতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করলে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং দোয়া মাহফিল সার্থক হবে।

#

আকতারুল/নাইচ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৭৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                               নম্বর : ৩০৬৮

**বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত এফডিসি'র হাত ধরে এদেশের চলচ্চিত্র স্থান নেবে বিশ্বাঙ্গনে**

 **---তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা**, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :**

 তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত এফডিসি'র হাত ধরে এদেশের চলচ্চিত্র শিল্প আবার শুধু তার স্বর্ণালী সময়ই ফিরে পাবে, তা নয়, বিশ্ববাজারেও সম্মানজনক স্থান করে নেবে।

 আজ রাজধানীর তেজগাঁওয়ে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন- বিএফডিসি আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন। সভার শুরুতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা ও সকল শহীদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এর আগে তথ্যমন্ত্রী বিএফডিসি প্রাঙ্গণে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। কর্পোরেশন ও চলচ্চিত্র পরিবারের প্রতিনিধিবৃন্দও এ সময় জাতির পিতাকে স্মরণ করে পুষ্পিত শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

 ঢাকায় এফডিসি প্রতিষ্ঠাকে বঙ্গবন্ধুর অনন্য দূরদর্শিতার পরিচায়ক হিসেবে বর্ণনা করে মন্ত্রী বলেন, শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৭ সালে তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী থাকাকালে সংসদে উত্থাপিত বিলের মাধ্যমে যে চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করেন, তা বহু কালজয়ী সিনেমা ও গুণী শিল্পীর জন্ম দিয়েছে। এই সিনেমাগুলো আমাদের স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতাপরবর্তী দেশ গড়তে ভূমিকা রেখেছে। আজ আমরা চলচ্চিত্র জগৎসহ সকলের সম্মিলিত  প্রচেষ্টায় জাতির পিতার এই স্থাপনার হাত ধরে দেশের চলচ্চিত্রকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেবো।

 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাজার বছরের ঘুমন্ত নিরস্ত্র বাঙালিকে 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো', 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা' স্লোগান দিয়ে জাগিয়ে তুলে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন' বলেন তথ্যমন্ত্রী। ড. হাছান বলেন, 'বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে তিনিই জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। সেজন্যই তিনি জাতির পিতা, সেজন্যই তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, যিনি শুধু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই নয়, মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায়  যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে ৭ দশমিক ৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি এনে দিয়েছেন, তিনকোটি গৃহহারা মানুষকে পুনর্বাসন করেছেন, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করেছেন এবং যেসব আইনী কাঠামো গড়েছেন, তার ওপর ভিত্তি করেই আমরা সমুদ্র ও স্থলসীমা জয় করেছি, তেল-গ্যাসক্ষেত্রগুলো নিজেদের অধিকারে আনতে পেরেছি।'

 মন্ত্রী এসময় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকদের হাতে শহীদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সকল সদস্য, শহীদ জাতীয় চার নেতা ও মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাদের আত্মার শান্তি কামনা করেন।

 এর পরপরই বিএফডিসি চত্বরে চলচ্চিত্র পরিবার আয়োজিত শোক দিবসের সভায় আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান বলেন, 'বঙ্গবন্ধু হত্যার ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ উন্মোচন করে বিচারের আওতায় আনার জন্য আজ দেশের সাধারণ নাগরিক ও সাংবাদিক সমাজ দাবি জানিয়েছে। আমি আগে থেকেই বলে আসছি যে, শুধু এই হত্যাকাণ্ডের কুশীলবই নয়, যারা এর পটভূমি তৈরি করেছিলো, তাদেরও মুখোশ উন্মোচন করে বিচারের জন্য এখনই একটি কমিশন গঠন করা উচিত। মনে রাখতে হবে, এই হত্যাকান্ডের পর যারা এটিকে সমর্থন করেছিলো, দায় তাদেরও আছে।'

 বিএফডিসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক নুজহাত ইয়াসমিনের সভাপতিত্বে  সভায় বক্তব্য রাখেন প্রধান তথ্য অফিসার সুরথ কুমার সরকার, বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক এস এম হারুন অর রশীদ, বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক হোসনে আরা তালুকদার ও বিএফডিসি'র পরিচালক আইয়ুব আলী।

 চলচ্চিত্র পরিবারের সভায় প্রযোজক সমিতির সভাপতি খোরশেদ আলম খসরু, পরিচালক সমিতির সভাপতি মুশফিকুর রহমান গুলজার, চিত্রতারকা রোজিনা, দিলারা, রিয়াজ, মৌসুমী, ওমর সানি, শাকিব, অনন্ত জলিল, অপু বিশ্বাস, নিপুণ, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক অরুণ সরকার রানা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। শিল্পী সমিতির সভাপতি মিশা সওদাগর-সহ জনপ্রিয় চলচ্চিত্র শিল্পী, কলাকুশলীবৃন্দ সভায় যোগ দেন।

#

আকরাম/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৮৮৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                               নম্বর : ৩০৬৭

**১৯৭৫ সালের মতো আবার যেনো কোনো ষড়যন্ত্র না হয়**

 **----মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

পিরোজপুর**, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :**

 মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেছেন, ‘যারা স্বাধীন বাংলাদেশে বিশ্বাস করেন, মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকে বিশ্বাস করেন তারা সকলে সোচ্চার থাকবেন, আবার যেনো কোনো ষড়যন্ত্র না হয়। যে ষড়যন্ত্রে বঙ্গবন্ধুর মতো আমাদের কাউকে হারাতে হয়, যে ষড়যন্ত্রে স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকার, আল বদর, আল শামস এবং প্রতিক্রিয়াশীলরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। বঙ্গবন্ধুকে ১৯৭৫ সালে রক্ষা করতে না পারার ব্যর্থতা ও কলঙ্কের দায় আমাদের সকলের। বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আমাদের রক্ষা করতে হবে।’

 আজ পিরোজপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উপলক্ষে পিরোজপুর জেলা প্রশাসন আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

[[[[[

 শ ম রেজাউল বলেন, ‘শেখ হাসিনার সততা, নিষ্ঠা ও অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা যখন দেখি, তখন মনে হয় তিনি বঙ্গবন্ধুর প্রতিচ্ছবি হিসেবে আমাদের মাঝে আছেন। তিনি চান একটা সুশাসনের সরকার, যে সরকার এদেশের মানুষের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করবে। দেশকে উন্নত করবে। তিনি বাংলাদেশকে অভাবনীয় উন্নয়নের জায়গায় নিয়ে এসেছেন। আমরা চাই বাংলাদেশ এগিয়ে চলুক অপ্রতিরোধ্য গতিতে, সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় শেখ হাসিনার নেতৃত্বে।’

 এর আগে পিরোজপুর শহরের বঙ্গবন্ধু চত্বরে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী। পরে পিরোজপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে দোয়া মাহফিলে যোগদান করেন তিনি। পিরোজপুর জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত শোক দিবসের অপর এক আলোচনা অনুষ্ঠানেও প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন মন্ত্রী।

#

ইফতেখার/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                               নম্বর : ৩০৬৬

**পনেরোই আগস্ট দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কময় দিন**

 **---জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী**

**ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :**

 জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, পনেরোই আগস্ট এদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কময় দিন।

 আজ ঢাকায় শাহবাগে বিসিএস প্রশাসন একাডেমি আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় ‘ভার্চুয়াল কনফারেন্স’ এর মাধ্যমে প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু এ দেশের স্বাধীনতা আর অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে গেছেন। এ জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি এ জাতিকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন বাংলাদেশকে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে তার সেই স্বপ্নকে থামিয়ে দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধুর সেই ভেঙ্গে দেয়া স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরন্তর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়েরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই সেই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে এখানে কর্মরত সকলকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে। প্রতিমন্ত্রী এ সময় 'জনমুখী জনপ্রশাসন' করে তুলতে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলকে কাজ করার আহ্বান জানান।

 বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমির রেক্টর বদরুন নেছার সভাপতিত্বে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব শেখ ইউসুফ হারুন ও বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের রেক্টর মোঃ রকিব হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

 প্রতিমন্ত্রী এরপর মেহেরপুর জেলা প্রশাসন আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে ‘ভার্চুয়াল কনফারেন্স’ এর মাধ্যমে যোগদান করেন। প্রতিমন্ত্রী এ সময় সকলকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান।

 মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

#

সাদিক/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৬৫

**মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারীরা পরাজয়ের গ্লানি মোচনের জন্য বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে**

 **-- মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেছেন, বঙ্গবন্ধু ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছিলেন। স্বাধীনতা অর্জনের পর বঙ্গবন্ধু যখন অর্থনৈতিক মুক্তি ও সবুজ বিপ্লবের ডাক দিলেন তখনই ষড়যন্ত্রকারীরা জাতির পিতাকে হত্যা করে। পরাজয়ের গ্লানি মোচনের জন্য মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারীরা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে।

আজ ঢাকায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমির সম্মেলনকক্ষে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী একথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী ইন্দিরা বলেন, ঘাতকেরা ১৫ আগস্ট অন্তঃসত্তা নারী ও শিশুদেরও হত্যা করে। যা পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক হত্যাকাণ্ড। খুনিরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর বঙ্গবন্ধুর আদর্শকেও হত্যা করতে চেয়েছিল। সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী ইন্দিরা ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে দেশের আটটি বিভাগের শিশুদের নিয়ে বঙ্গবন্ধু বিষয়ে ছড়া, কবিতা ও স্বরচিত কবিতা পাঠের আয়োজনে অংশগ্রহণ করে শিশুদের উদ্দেশ্যে বলেন, জাতির পিতা শিশুদের খুব ভালবাসতেন ও তাদের সাথে সময় কাটাতে পছন্দ করতেন। দুস্থ ও অসহায় শিশুদের পরম মমতায় কাছে টেনে নিতেন। বঙ্গবন্ধু ১৯৬৩ সালে ঢাকায় প্রেস ক্লাবে কচি কাঁচার মেলা আয়োজিত শিশু আনন্দ মেলায় এসে বলেছিলেন, 'এই পবিত্র শিশুদের সঙ্গে মিশি মনটাকে হালকা করার জন্য'।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক সচিব কাজী রওশন আক্তারের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমির মহাপরিচালক জ্যোতি লাল কুরী, জাতীয় মহিলা সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মাকসুরা নূর, অতিরিক্ত সচিব ফরিদা পারভীন, অতিরিক্ত সচিব ড. মহিউদ্দীন আহমেদসহ মন্ত্রণালয় ও দপ্তর - সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ।

সভাপতির বক্তৃতায় সচিব কাজী রওশন আক্তার বলেন, জাতির পিতা সারা জীবন মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করে গেছেন। এজন্য পঞ্চান্ন বছরের জীবনের ১৩ বছর কারাবন্দি ছিলেন। তিনি এ সময় বলেন, আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে হবে।

এরপর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে বাংলাদেশ শিশু একাডেমিতে কোরআন খানি ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া অনুষ্ঠানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করে। আলোচনা সভার পূর্বে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে দেশের আটটি বিভাগের শিশুরা বঙ্গবন্ধু বিষয়ে ছড়া, কবিতা ও স্বরচিত কবিতা পাঠের আয়োজনে অংশগ্রহণ করে।

#

আলমগীর/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৭২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৬৪

**বঙ্গবন্ধুর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য শিল্প-কারখানা স্থানান্তরের**

**সুযোগ কাজে লাগানোর পরামর্শ শিল্পমন্ত্রীর**

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সাফল্য, বিশাল শ্রমশক্তি ও অভ্যন্তরীণ বিরাট বাজার থাকায় বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলাদেশে শিল্প-কারখানা স্থানান্তরের নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। তিনি বলেন, এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের শিল্পসমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে। করোনা ভাইরাসের প্রভাবে শিল্পোন্নত দেশগুলোর অর্থনীতি মারাত্মক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়লেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ নেতৃত্বে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ইতিবাচক ধারা অব্যাহত রয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

শিল্পমন্ত্রী আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস ২০২০ পালন কর্মসূচির অংশ হিসেবে জাতির পিতার জীবন ও কর্মের ওপর শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ পরামর্শ দেন।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক। স্বাধীনতার পর মাত্র সাড়ে তিন বছরে তিনি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করে দেশের সকল ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ এবং রূপকল্প ২০৪১ বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের ভিত্তিতেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত শিল্প মন্ত্রণালয়ের ওপর বাঙালি জাতির অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্য অর্জনের মূল দায়িত্ব বর্তায় উল্লেখ করে শিল্পমন্ত্রী নিজেদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সর্বোচ্চ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে পালনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানান।

সভাপতির বক্তব্যে শিল্প সচিব কে এম আলী আজম বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন দূরদর্শী রাজনীতিবিদ এবং মেধাবী অর্থনীতিবিদ। বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শনকে কেন্দ্র করে আজ সব উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের সদস্যবর্গের রূহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

এর আগে শিল্পমন্ত্রী এবং শিল্প সচিব পৃথকভাবে মন্ত্রণালয় প্রাঙ্গণে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এছাড়া, শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদারের পক্ষে শিল্প সচিব কে এম আলী আজম বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন।

পরে শিল্পমন্ত্রী মন্ত্রণালয়ে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কর্নার পরিদর্শন করেন। এ সময় শিল্প সচিবসহ শিল্প মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থার প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন।

#

জলিল/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৭১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                               নম্বর : ৩০৬৩

**জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রীর পুষ্পস্তবক অর্পণ**

**ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :**

 প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ প্রবাসী কল্যাণ ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছেন। পুষ্পস্তবক অর্পণের পর ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট কালরাত্রিতে শাহাদত বরণকারী সকলের আত্মার শান্তি কামনা করে দোয়া ও মোনাজাতে অংশগ্রহণ করেন এবং শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করেন।

 এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান শামছুন নাহার, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক মোঃ সামসুল আলম, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ হামিদুর রহমান, বোয়েসেল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সাইফুল হাসান বাদল, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহতাব জাবিন এবং মন্ত্রণালয় ও দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

**দেশের মানুষের সেবা করলেই বঙ্গবন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো হবে**

 প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলা পরিষদ চত্বরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল উদ্বোধন করেন।

 উদ্ধোধনকালে মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ ও জাতির জন্য সারাজীবন ত্যাগ করে গেছেন। শুধু নিজের নিরাপত্তার জন্য কিছু করেননি।

 মন্ত্রী আরো বলেন, যে জাতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে না, সে জাতি উন্নতি করতে পারে না। বঙ্গবন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো ও তাঁর স্মৃতি ধরে রাখার জন্য এই ম্যুরাল স্থাপন করা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশের মানুষের সেবা করলেই বঙ্গবন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

 গোয়াইনঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ নাজমুস সাকিবের সভাপতিত্বে এতে আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ ফারুক আহমদ, গোয়াইনঘাট সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ ফজলুল হক, গোয়াইনঘাট সার্কেলের সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার মোঃ নজরুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল আলী মাস্টার প্রমুখ।

#

রাশেদুজ্জামান/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৭৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                               নম্বর : ৩০৬২

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍**জাতীয় শোক দিবসে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর শ্রদ্ধা**

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

 আজ  কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারীতে যথাযথ মর্যাদায় ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে  জাতির  পিতার  শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালিত হয়। উপজেলা আওয়ামী লীগ  দলীয় কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন ও একটি শোক র‌্যালির আয়োজন করে। র‌্যালিটি উপজেলা শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে রৌমারী মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স চত্বরে এসে শেষ হয়। র‍্যালিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন নেতৃত্ব দেন।

 প্রতিমন্ত্রী পরে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স চত্ত্বরে স্থাপিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

 এ উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু শুধু একজন মানুষই নন, একটি ইতিহাস, একটি স্বপ্ন, একটি সংগ্রাম, একটি মানচিত্র। তাঁর ডাকে এদেশের সাধারণ মানুষ ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ৭১’র মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিতে একটুও দ্বিধাবোধ করেনি। তিনি সেইসব শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

 এসময় উপস্থিত ছিলেন, রৌমারী উপজেলা চেয়ারম্যান শেখ আব্দুল্লাহ, সহকারি পুলিশ সুপার এম এইচ মাহফুজার রহমান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আল ইমরান ও রৌমারী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল ইসলাম মিনু।

 পরে প্রতিমন্ত্রী উপজেলা আওয়ামী লীগ ও স্থানীয় প্রশাসন আয়োজিত জাতির পিতার রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন এবং গরিব-দুঃখীদের মাঝে খাবার বিতরণ করেন।

#

রবীন্দ্রনাথ/অনসূয়া/জুলফিকার/জসীম/শামীম/২০২০/১৬৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৬১

**যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে জাতীয় শোক দিবস পালন**

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আয়োজিত জাতীয় শোক দিবস ২০২০ ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে আজ রাজধানীর মতিঝিলে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি এবং আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আখতারউজ্জামান কবীরের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্হায়ী কমিটির সভাপতি আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব এবং যুব ও ক্রীড়া সচিব মোঃ আখতার হোসেন।

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, বাঙালি জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন লড়াই করেছেন। তিনি অন্যায়ের কাছে কখনোই মাথা নত করেননি। নানা ধরনের জেল-জুলুম এবং অত্যাচার সহ্য করে তিনি বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি এক যুগেরও বেশি সময় কারাগারে অন্তরীণ ছিলেন। তিনি সমগ্র বিশ্বের নিপীড়িত, শোষিত ও অধিকারবঞ্চিত মানুষের অনুপ্রেরণার উৎস।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ১৫ আগস্ট ইতিহাসের বেদনাবিধুর ও বিভীষিকাময় এক দিন। ১৯৭৫ সালের এ দিনে সংগঠিত হয় বিশ্বের  ইতিহাসে সব থেকে নিষ্ঠুরতম রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। জগতে আর কোনো হত্যাকান্ডে নিষ্পাপ শিশু,  অবলা অন্তঃসত্ত্বা নারীকে হত্যা করা হয়নি। রেহাই দেওয়া হয়নি মেহেদি-রাঙ্গা নববধূকেও। সে সমযয় বিদেশে ছিলেন বলেই প্রাণে বেঁচে যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা। সেদিন তাঁরা বেঁচে গিয়েছিলেন বলেই আজকে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়েছে। বিচার হয়েছে যুদ্ধাপরাধের। কলঙ্কমুক্ত হয়েছে দেশ। আমরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী নেতৃত্বে সারা বিশ্বে আজ স্বমহিমায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছি। বাংলাদেশ বিশ্বের কাছে এখন আর তলাবিহীন ঝুড়ি নয়, উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের রোল মডেল।

এ সময়ে প্রতিমন্ত্রী যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আয়োজিত দিনব্যাপী স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

এছাড়াও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী সারাদেশের যুব উদ্যোক্তাদের মধ্যে ২৫ কোটি ২৬ লক্ষ টাকার যুব ঋণ বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আয়োজিত গরীব অসহায়দের মধ্যে বিনামূল্য ৬০ হাজার মাস্ক বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। শোক দিবস উপলক্ষে দুস্হ গরীব ও এতিমদের মধ্যে উন্নত খাবার পরিবেশন করা হয়।

প্রতিমন্ত্রী জাতীয় শোক দিবসে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে এবং বনানী কবরস্থানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু’র পরিবারের সদস্যদের সমাধিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন এবং শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করেন।

#

আরিফ/অনসূয়া/জুলফিকার/কুতুব/২০২০/১৬১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর :৩০৬০

**তেজগাঁওয়ে বঙ্গবন্ধুর পূর্ণ অবয়ব ভাষ্কর্য উদ্বোধন করলেন টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

**ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :**

 জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ঢাকার তেজগাঁয়ে উন্মোচিত হলো বঙ্গবন্ধুর পূর্ণ অবয়ব ভাষ্কর্য । ডাক অধিদপ্তরের প্রতিষ্ঠান তেজগাঁওস্থ পোস্টাল সর্টিং সেন্টারের সামনে এই ভাষ্কর্যটি নির্মিত হয়েছে। আজ শনিবার সাত ফুট বেদীর ওপর স্থাপিত ১৫ফুট দীর্ঘ ভাষ্কর্যটি ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার উদ্বোধন করেন।

 অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব মো: নূর-উর রহমান, ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এস এস ভদ্র এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীনস্থ সংস্থাসমূহের প্রধানগণসহ বিভাগের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ সরাসরি ও ডিজিটাল প্লাটফর্মে সংযুক্ত ছিলেন।

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে ও তিনি ও তাঁর সাথে শহীদ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধিা প্রদর্শণ করার এই সুযোগ পাওয়াটা আমাদের জন্য গৌরবের। এইটি একটি বিশাল সৃজনশীলতার প্রকাশ। তিনি বলেন, জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পাশাপাশি আমাদের সাহস, দ্রোহ আর সংগ্রামের প্রেরণার জন্য, মুক্তিযুদ্ধের গৌরব এবং শৌর্যকে অন্তরে লালন করে বঙ্গবন্ধুকে অধ্যয়ন করা জরুরি।

  মোস্তাফা জব্বার বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুসরণ করে দেশমাতৃকার প্রতি ভক্তি নিয়ে মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, জাতির পিতা প্রথমেই একটি জাতি স্বত্বা গড়ে তুলেছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে অসীম দূরদর্শিতার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার লড়াইকে এগিয়ে নিয়েছেন। তাঁর পুরো পরিবার প্রত্যেকে প্রায় স্বীয় দিক থেকে ভূমিকা পালন করেছেন। একজন বঙ্গবন্ধু ছিলেন বলেই আমরা সংগঠিত হতে পেরেছিলাম। যা পৃথিবীর অনেক দেশ পারেনি। তিনি বঙ্গবন্ধুর ওপর তৈরি করা একশত ডাকটিকেটের এলবাম প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেন, এই টুকু পড়লেও উপলব্ধি করা যাবে একজন মানুষ কী রণ কৌশল নিয়ে একটা জাতি গঠন করতে পেরেছিলেন।

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব বলেন, জাতির পিতার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে। এই ভাস্কর্য মহানমুক্তিযুদ্ধে ডাক বিভাগের অবদানকে তুলে ধরবে।

 এর আগে জাতীয় শোক দিবসের প্রথম প্রহরে শেরে বাংলা নগরের ডাক ভবনে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার এর নেতৃত্বে ডাক অধিদপ্তরসহ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহ।

#

শেফায়েত/অনসূয়া/জুলফিকার/জসীম/মাসুম/২০২০/১৬০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                               নম্বর : ৩০৫৯

**দক্ষিণ কোরিয়াসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জাতীয় শোক দিবস পালিত**

**ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :**

যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে সিউলস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৫তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয় ।

 রাষ্ট্রদূত আবিদা ইসলাম দূতাবাস প্রাঙ্গণে দূতাবাসের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের উপস্থিতিতে, জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করার মাধ্যমে দিবসটির কর্মসূচীর সূচনা করেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে জাতির পিতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের নিহত সদস্যবৃন্দের আত্মার শান্তি ও দেশের সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এসময় রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও ইউনেস্কো-এর মহাপরিচালকের বাণী পাঠ করা হয়।

 জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে দূতাবাসে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যে জাতির মুক্তি ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে জাতির পিতার বীরত্বপূর্ণ নেতৃত্ব ও অসামান্য অবদানের কথা তুলে ধরেন। সেই সাথে, স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই নব্য স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপক্ষে বিশ্ব সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি আদায় ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সদস্যপদ লাভের ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্যগাঁথার উল্লেখ করেন।

 এরপর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এর জীবনী ও অবদানের ওপর একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয় এবং কবিতা পাঠ পর্বের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

 উল্লেখ্য, বাংলাদেশ দূতাবাস জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে স্থানীয় ইংরেজি পত্রিকা Korea Herald-এ জাতির পিতার ওপর বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে।

 এছাড়া শ্রীলংকায় বাংলাদেশ হাইকমিশনে, ভিয়েতনামের হ্যানয়ে বাংলাদেশ দূতাবাসে এবং মুম্বাইয়ে উপ-হাইকমিশন অফিস ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৫তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয় ।

#

সেলিম/অনসূয়া/জুলফিকার/জসীম/মাসুম/২০২০/১৬১২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৫৮

**জাতীয় শোক দিবসে মিরপুরে দরিদ্রদের মাঝে শিল্প প্রতিমন্ত্রীর খাবার বিতরণ**

**ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :**

 বঙ্গবন্ধুর সঞ্জীবনী স্পর্শে বাংলাদেশ জেগে ওঠে বলে মন্তব্য করেছেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার। তিনি বলেন, যুদ্ধের ধ্বংসস্তুপ থেকে সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণই ছিল তাঁর ব্রত।

 জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উপলক্ষে আজ রাজধানীর মিরপুর-১০ এ অবস্থিত আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে মিরপুরের দরিদ্র অসহায়দের মাঝে উন্নতমানের খাবার বিতরণকালে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 এ সময় প্রতিমন্ত্রী বলেন, মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে বঙ্গবন্ধু বাকশাল গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী চক্র জাতির পিতাকে ১৫ই আগস্ট সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে বাংলাদেশের উন্নয়নের গতিধারাকে স্তব্ধ করে দেয়।

 পঁচাত্তরে ১৫ আগস্ট পরবর্তীকালের পরিস্থিতি তুলে ধরে প্রতিমন্ত্রী বলেন, যে জয় বাংলা স্লোগানের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল, তাঁকে হত্যার পর সেই স্লোগান বন্ধ করে দেয়া হয়। ষড়যন্ত্রকারীরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে চিরতরে মুছে ফেলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, কিন্তু তারা সফল হয়নি। ইতিহাসে বারবার প্রমাণিত হয়েছে বাংলাদেশ মানে বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধু মানে বাংলাদেশ।

 সভা শেষে শিল্প প্রতিমন্ত্রীর ব্যক্তিগত পক্ষ হতে মিরপুরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের প্রায় ১৩ হাজার মানুষের নিকট রান্না করা উন্নতমানের খাবার পৌঁছে দেয়া হয়। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

মাসুম বিল্লাহ/অনসূয়া/জুলফিকার/জসীম/মাসুম/২০২০/১৫০৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৫৭

**১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ উন্মোচন করতে হবে**

 **-মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী**

**ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :**

 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সপরিবারে হত্যাকাণ্ডে সরাসরি অংশগ্রহণকারীদের বিচার হলেও মূল পরিকল্পনাকারীরা ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে। তাদেরও মুখোশ উন্মোচন করতে হবে। এজন্য কমিশন গঠনের কথা বলেন তিনি।

 আজ শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।

 এ সময় মন্ত্রী বলেন, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে হত্যা করার জন্য ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। এর সাথে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র জড়িত ছিল। এজন্য  শুধু বঙ্গবন্ধুই নয়,  বঙ্গবন্ধু পরিবারের  সদস্য এবং পরবর্তীতে জাতীয় চার নেতাকেও হত্যা করা হয়। শিশু রাসেলকেও তারা ছাড়েনি। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে পরবর্তীতে পাকিস্তানি ভাবধারায় রাষ্ট্রপরিচালনা সেটাই প্রমাণ করে।

 মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু কেবল ক্যারিশম্যাটিক নেতাই ছিলেন না, তিনি প্রশাসক এবং কূটনীতিক হিসেবেও অনন্য ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের  মিত্রবাহিনীর সদস্যরা এখনও বিভিন্ন দেশে অবস্থান করছে, কিন্তু বঙ্গবন্ধু  মাত্র ৩ মাসের মধ্যে ভারতীয়  মিত্রবাহিনীর সদস্যদের নিজ দেশে ফেরত পাঠান। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে তিনি স্বল্প সময়ের মধ্যে পুনর্গঠন করেন। পৃথিবীর অন্যতম সেরা সংবিধান প্রণয়ন  করেন, এমনকি একটি সাধারণ নির্বাচনের আয়োজন করেন। বঙ্গবন্ধু  জীবিত থাকলে  বাংলাদেশ অনেক আগেই উন্নত হতো।

 আলোচনা শেষে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে মন্ত্রী সরকারি পরিবহণ পুল ভবনের সামনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

 মন্ত্রণালয়ের সচিব তপন কান্তি ঘোষের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ শহীদুল হক ভূঁঞা, এবং মোঃ ছালাহ উদ্দীন চৌধুরী বক্তব্য রাখেন।

#

সুফি আব্দুল্লাহিল /অনসূয়া/জুলফিকার/জসীম/মাসুম/২০২০/১৫১১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৫৬

 **বঙ্গবন্ধু সকল প্রেরণার উৎস**

 **-এলজিআরডি প্রতিমন্ত্রী**

**ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :**

 স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য বলেছেন, বঙ্গবন্ধু মানে বাংলাদেশ, তিনি আমাদের জাতীয় জীবনে সকল প্রেরণার উৎস। স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি  ইতিহাসকে যেন  বিকৃত করতে  না পারে  সেজন্য শক্ত অবস্থান নিতে হবে। স্বাধীনতার সকল বিপক্ষ শক্তি বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে, বঙ্গবন্ধু না থাকলে কখনো স্বাধীনতা অর্জিত হতো না।

 আজ সকালে স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে যশোরের মণিরামপুর উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর জন্ম হয়েছিল বাঙালি জাতিকে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে, পাকিস্তানের দোসররা বঙ্গবন্ধুকে সহ্য করতে পারেনি, বাংলাদেশের স্বাধীনতা চায়নি।

 প্রতিমন্ত্রী আরো  বলেন, যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, ততদিন থাকবে বঙ্গবন্ধুর গৌরবগাঁথা। তাই বঙ্গবন্ধুর চেতনাকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে। বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবন থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। বঙ্গবন্ধু একটি ইতিহাস, একটি মানচিত্র। বঙ্গবন্ধু না জন্মালে হয়তো পৃথিবীতে বাংলাদেশ নামক মানচিত্রটির জন্মা হতো না। শোককে শক্তিতে পরিণত করে তাঁর আদর্শকে বুকে ধারণ করে স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে তাঁরই উত্তরসুরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সবাইকে নিজ স্থান থেকে কাজ করে যেতে হবে।

 মণিরামপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সৈয়দ জাকির হাসান এর সভাপতিত্বে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পৌর মেয়র কাজী মাহমুদুল হাসান, উপজেলা চেয়ারম্যান নাজমা খানম, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক ফারুক হোসেন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

#

আহসান/অনসূয়া/জুলফিকার/জসীম/মাসুম/২০২০/১৩৪৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৫৫

**মুর্তজা বশীরের মৃত্যুতে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

বরেণ্য চিত্রশিল্পী মুর্তজা বশীরের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দু:খ প্রকাশ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন।

এক শোকবার্তায় মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের শিল্পকলায়  মুর্তজা বশীরের অবদান অবিস্মরনীয়। প্রখ্যাত ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ছেলে মুর্তজা বশীর ছিলেন বিমূর্ত ধারার চিত্রকলার অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর অবদান এদেশের মানুষ চিরদিন স্মরণ রাখবে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী শোকসন্তপ্ত পরিবার ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন ও মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

#

তৌহিদুল/অনসূয়া/জুলফিকার/কুতুব/২০২০/১৩৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৫৪

**মুর্তজা বশীরের মৃত্যুতে গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

একুশে পদকপ্রাপ্ত চিত্রশিল্পী মুর্তজা বশীরের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ।

এক শোকবার্তায় প্রতিমন্ত্রী মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানান।

ভাষাবিদ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর পুত্র মুর্তজা বশীর বাংলাদেশে বিমূর্ত ধারার চিত্রকলার অন্যতম পথিকৃৎ।

কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি আজ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

#

রেজাউল/অনসূয়া/জুলফিকার/কুতুব/২০২০/১৩২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৫৩

**বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে স্পিকারের শ্রদ্ধা**

**ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :**

 বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী ও ‘জাতীয় শোক দিবস’ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। শনিবার রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানান তিনি।

 এ সময় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শাহাদতবরণকারী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যসহ অন্যান্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কিছুক্ষণ নিরবতা পালন করেন এবং তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন।

#

তারিক/অনসূয়া/জুলফিকার/জসীম/মাসুম/২০২০/১৩০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                               নম্বর :৩০৫২

**চিত্রশিল্পী মুর্তজা বশীর এর মৃত্যুতে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর শোক**

**ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :**

স্বাধীনতা ও একুশে পদকপ্রাপ্ত চিত্রশিল্পী মুর্তজা বশীর এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ।

 প্রতিমন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

 শোকবার্তায় প্রতিমন্ত্রী জানান, উপমহাদেশের প্রখ্যাত ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র পুত্র মুর্তজা বশীর ছোটবেলা থেকে স্বীয় কর্ম ও গুণে পরিচিত হতে চেয়েছিলেন। তিনি বাংলাদেশে বিমূর্ত ধারার চিত্রকলার অন্যতম পথিকৃৎ। মুর্তজা বশীর পেইন্টিং ছাড়াও ম্যুরাল, ছাপচিত্রসহ চিত্রকলার বিভিন্ন মাধ্যমে কাজ করেছেন। শুধু রং তুলি নয়, এমনকি সাহিত্য ও চলচ্চিত্র অঙ্গনেও রেখেছেন গুরুত্বপূর্ণ অবদান। তিনি তাঁর জীবন ও কর্মের মাধ্যমে দেশ ও জাতিকে আলোকিত করেছেন। তাঁর মৃত্যু দেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গনের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। তিনি তাঁর কর্মের মধ্য দিয়ে শিল্প-সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের মাঝে চিরকাল বেঁচে থাকবেন।

 উল্লেখ্য, চিত্রশিল্পী মুর্তজা বশীর আজ সকাল ৯:১০টায় রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে হৃদরোগ, ফুসফুস ও কিডনি জটিলতায় ভুগছিলেন।

#

ফয়সল/অনসূয়া/জুলফিকার/জসীম/মাসুম/২০২০/১২১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৫১

**জাপানে যথাযথ মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস পালিত**

টোকিও (জাপান), ১৫ আগস্ট :

জাপানের টোকিওতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে যথাযথ শ্রদ্ধা আর ভাবগাম্ভীর্যের সাথে স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালিত হয়।

আজ সকালে দূতাবাস প্রাঙ্গণে চার্জ দ্যা অ্যাফেয়ারস ড. শাহিদা আকতার জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করার মাধ্যমে শোক দিবসের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়।  এসময় বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সকল শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন ও বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। দোয়ায় দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা কর্মচারী এবং প্রবাসী বাংলাদেশিরা অংশগ্রহণ করেন।

দূতাবাসের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান চার্জ দ্যা অ্যাফেয়ারস। পরে আগত অতিথি, জাপান প্রবাসী এবং জাপান আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুলেল শ্রদ্ধা জানান। এছাড়া অনুষ্ঠানে দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি,  প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়।

অনুষ্ঠানে ড. শাহিদা আকতার বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙ্গালী জাতির মুক্তির স্বপ্নদ্রষ্টা তিনিই বাঙ্গালী জাতিকে এনে দিয়েছেন স্বাধীনতা ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। তিনি আরো বলেন, আজ বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তাঁর স্বপ্ন, আদর্শ ও নির্দেশনা আজও  আমাদের সঠিক পথ দেখায়। আর তাঁর দেখানো পথ ধরেই তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তির পথে এগিয়ে চলেছেন। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে বলে তিনি আশবাদ করেন।

এছাড়া স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ও জাতির পিতার সংগ্রাম আর জীবন-কর্ম নিয়ে ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

#

শিপলু/অনসূয়া/জুলফিকার/কুতুব/২০২০/১২১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                               নম্বর : ৩০৫০

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍**বন্যায় এ পর্যন্ত প্রায় ১৩ হাজার মেট্রিক টন চাল বিতরণ**

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

 সাম্প্রতিক অতিবর্ষণ জনিত কারণে সৃষ্ট বন্যায় ৩৩ টি জেলায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে মানবিক সহায়তা হিসেবে বিতরণের জন্য এ পর্যন্ত ১৯ হাজার ৫১০ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং ১২ হাজার ৮১৮ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছে।

 বন্যাকবলিত জেলা প্রশাসনসমূহ থেকে ১৪ আগস্ট পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে চার কোটি ২৭ লাখ টাকা এবং বিতরণ করা হয়েছে প্রায় তিন কোটি টাকা। শিশু খাদ্য সহায়ক হিসেবে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এক কোটি ৫৪ লাখ টাকা এবং বিতরণ করা হয়েছে এক কোটি এক লাখ টাকা। গো খাদ্য ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তিন কোটি ৩০ লাখ টাকা এবং বিতরণের পরিমাণ দুই কোটি ৪ লাখ টাকা। শুকনো ও অন্যান্য খাবারের প্যাকেট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এক লাখ ৬৮ হাজার এবং বিতরণ করা হয়েছে এক লাখ ৪১ হাজার ২৮৬ প্যাকেট ।

 এছাড়াও ঢেউটিন বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৪০০ বান্ডিল এবং বিতরণ করা হয়েছে ১০০ বান্ডিল, গৃহ মঞ্জুরি বাবদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১২ লাখ টাকা এবং বিতরণ করা হয়েছে তিন লাখ টাকা ।

       বন্যাকবলিত জেলাসমূহ হচ্ছে ঢাকা, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, মুন্সিগঞ্জ, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, পাবনা, রংপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ এবং সুনামগঞ্জ ।

 বন্যাকবলিত উপজেলা ১৬২ টি এবং ইউনিয়ন এক হাজার ৬৫ টি । পানিবন্দি পরিবার ৮ লাখ ৪১২ টি এবং ক্ষতিগ্রস্ত ৫০ লাখ ২৮ হাজার ৬৪৬ জন । বন্যায় এ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ৪৪ জন ।

 বন্যা কবলিত জেলা সমূহে আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে এক হাজার ১১৭ টি। আশ্রয় কেন্দ্রসমূহে আশ্রয় নিয়েছেন ৩৫ হাজার ৬৪০ জন ।

 বন্যাকবলিত জেলাসমূহে মেডিকেল টিম গঠন করা হয়েছে ৮৭৬ টি এবং বর্তমানে চালু আছে ২৫০ টি ।

#

সেলিম/অনসূয়া/জুলফিকার/জসীম/মাসুম/২০২০/১১১৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                               নম্বর : ৩০৪৯

**বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে খাদ্যমন্ত্রীর পুষ্পস্তবক অর্পণ**

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার।

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আজ সকালে খাদ্য ভবনের নিচতলায় স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন মন্ত্রী। খাদ্য সচিব মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

 পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে বঙ্গবন্ধু ও ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে বিকেল ৫টায় খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।

#

সুমন/অনসূয়া/জুলফিকার/জসীম/মাসুম/২০২০/১০৫৬ ঘণ্টা